ঈশ্বরের পরাক্রম

ওয়াটসন গুডম্যান কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

বিনামূল্যে—বিক্রীর জন্য নয়

ঈশ্বরের পরাক্রম

নগন্য নশ্বর মানুষ কি করে আমাদের স্রষ্টার পরাক্রমের কথা বর্ণনা করতে পারে বা তাঁর সবশক্তির তত্ত্বই বা বুঝিয়ে বলতে পারে? ঈশ্বর এমন শক্তিমান, এতো মহান, এতো বিশাল যে আমাদের ক্ষুদ্র মনে তা উপলব্ধি করা একরকম অসম্ভব, আমাদের সাধ্যের অতীত।

পবিত্রশাস্ত্রে বাইবেলে ঈশ্বর নিজের পরিচয় দিয়েছেন, যা মানব জ্ঞানের অতীত। ঈশ্বরের সেই সর্বশক্তির প্রকাশ এরই মধ্যে আছে। আমাদের এই বিশ্বভূমণ্ডল সৃষ্টি করে তিনি মহাশূন্যে স্থাপন করেছেন—হাজার হাজার বছর ধরে সে সব নিজ নিজ স্থানে পরিক্রমা করে চলেছে। এই পৃথিবী নানা ভাবে ধ্বংস করতে মানুষ ও শয়তান এক সঙ্গে কাজ করলেও, ঈশ্বরই এই পৃথিবীতে জল-বায়ু, আলো দিয়ে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রেখেছেন।

আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্য হইতে তার সীমাহীন শক্তির রহস্যোদ্ঘাটন করি।

ওয়াটসন গুডম্যান

All scriptures are taken from the Bengali Bible with permission from the Bible Society of India.

ঈশ্বরের সৃজনকারী শক্তি

যিরমিয় ১০ : ১২

তিনি নিজ শক্তিতে পৃথিবী গঠন করিয়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন, নিজ বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন।

যিশাইয় ৪০ : ১৮, ২২, ২৫ ও ২৬

তবে তোমরা কাহার সহিত ঈশ্বরের তুলনা দিবে? ……তিনিই পৃথিবীর সীমাচক্রের উপরে উপবিষ্ট; তন্নিবাসিগণ ফড়িঙ্গস্বরূপ; তিনি চন্দ্রাতপের ন্যায় আকাশমণ্ডল বিস্তার করেন, বাসতাম্বুর ন্যায় তাহা টাঙ্গাইয়া দেন। …অতএব তোমরা কাহার সহিত আমার উপমা দিবে যে আমি তাহার সদৃশ হইব? ইহা পবিত্রতম কহেন। ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু তুলিয়া দেখ, ঐ সকলের সৃষ্টি কে করিয়াছে? তিনি বাহিনীর ন্যায় সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন, সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করেন; তাঁহার সামর্থ্যের আধিক্য ও শক্তির প্রাবল্য প্রযুক্ত তাহাদের একটাও অনুপস্থিত থাকে না।

যিরমিয় ৩২ : ১৭

হা, প্রভু সদাপ্রভু! দেখ, তুমিই আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

ইব্রীয় ১ : ১, ২

ঈশ্বর……এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি ইহাকেই সর্ব্বাধিকারী দায়াদ করিয়াছেন, এবং ইহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন।

একটি গ্রহ সৃষ্টি করে শয়তান তা মহাশূন্যে স্থাপন করতে পারে না

যোহন ১ : ১ ও ৩ ; ১০ : ১০

আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। ……সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনশ করিতে পারে……

লূক ১০ : ১৮

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে পতিত দেখিতেছিলাম।

১ পিতর ৫ : ৮

তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক ; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

প্রেরিত ১৭ : ২৯

অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

১ করিন্থীয় ১০ : ২০

……আর আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তোমরা ভূতদের সহভাগী হও।

যোহন ৮ : ১২

যীশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি ; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে।

গীতসংহিতা ৬২ : ১১

ঈশ্বর একবার বলিয়াছেন, দুইবার আমি এই কথা শুনিয়াছি ; পরাক্রম ঈশ্বরেরই।

গীতসংহিতা ১১৫ : ৩

আমাদেব ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন ; তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন।

যিশাইয় ৪৩ : ১৩

এই দিবস হইতেও আমিই তিনি, এবং আমার হস্ত হইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই ;……

১ বংশাবলি ২৯ : ১১, ১২

হে সদাপ্রভু, মহত্ব, পরাক্রম, গৌরব, জয় ও প্রতাপ তোমারই ; কেননা স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার ; হে সদাপ্রভু, রাজ্য তোমারই, এবং তুমি সকলের মস্তকরূপে উন্নত। তোমা হইতে ধন ও গৌরব আইসে, এবং তুমি সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ ; তোমারই হস্তে বল ও পরাক্রম, এবং তোমারই হস্তে সকলকে মহত্ব ও শক্তি দিবার অধিকার।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩ : ২৪

হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আপন দাসের কাছে আপন মহিমা ও বলবান হস্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ; তোমার কার্য্যের মত কার্য্য ও তোমার বিক্রম-কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিতে পারে, স্বর্গে কি পৃথিবীতে এমন ঈশ্বর কে আছে ?

লূক ১ : ৩৭

কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না।

যাত্রাপুস্তক ১৫ : ৭

তুমি নিজ মহিমার মহত্ত্বে, যাহারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদিগকে নিপাত করিয়া থাক ; তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি নাড়ার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করে।

গীতসংহিতা ১৪৭ : ৫

আমাদের প্রভু মহান ও অতিশয় শক্তিমান ; তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা নাই।

গীতসংহিতা ১০৬ : ৮

তথাপি তিনি আপন নামের অনুরোধে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, যেন তিনি আপন বিক্রম জ্ঞাত করেন।

নহিমিয় ৯ : ৬

কেবলমাত্র তুমিই সদাপ্রভু ; তুমি স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তাহার সমস্ত বাহিনী, পৃথিবী ও তথাকার সমস্ত এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছ ; আর তুমি তাহাদের সকলের স্থিতি করিতেছ, এবং স্বর্গের বাহিনী তোমার কাছে প্রণিপাত করে।

গীতসংহিতা ১০৪ : ১

হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি অতি মহান্ ; তুমি প্রভা ও প্রতাপ পরিহিত।

গীতসংহিতা ১৪৫ : ২, ৩

প্রতিদিন আমি তোমার ধন্যবাদ করিব, যুগে যুগে চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা করিব। সদাপ্রভু মহান্ ও অতীব কীর্ত্তনীয় ; তাঁহার মহিমার তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

২ পিতর ১ : ১১

কারণ এইরূপে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রচুররূপে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।

যিশাইয় ২৬ : ৪

তোমরা চিরকাল সদাপ্রভুতে নির্ভর রাখ; কেননা সদাপ্রভু যিহোবাতেই যুগসমূহের শৈল।

গীতসংহিতা ৯০ : ২

পর্ব্বতগণের জন্ম হইবার পূর্ব্বে, তুমি পৃথিবী ও জগৎকে জন্ম দিবার পূর্ব্বে, এমন কি, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর।

যিরমিয় ১০ : ১০

কিন্তু সদাপ্রভু সত্য ঈশ্বর; তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী রাজা; তাঁহার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়, এবং তাঁহার কোপে জাতিগণ সহিতে পারে না।

প্রকাশিত বাক্য ১১ : ১৫

.....তখন স্বর্গে উচ্চ রবে এইরূপ বাণী হইল 'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন।'

শয়তানের শক্তি ধ্বংস হবে

প্রকাশিত বাক্য ২০ : ১০

আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল "অগ্নি ও গন্ধকের" হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল.....আর তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে.....যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

৬ লোহিত সাগরে ঈশ্বর তাঁর বিস্ময়কর পরাক্রম দেখালেন

যাত্রাপুস্তক ১৪ : ২১, ২২, ২৬-২৮, ৩০, ৩১

মোশি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন, ও তাহা শুষ্ক ভূমি করিলেন, তাহাতে জল দুই ভাগ হইল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ হইল। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর ; তাহাতে জল ফিরিয়া মিস্রীয়দের উপরে ও তাহাদের রথের উপরে ও অশ্বারুঢ়দের উপরে আসিবে। তখন মোশি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিলেন, আর প্রাতঃকাল হইতে না হইতে সমুদ্র পুনরায় সমান হইয়া গেল ; তাহাতে মিস্রীয়েরা তাহার দিকেই পলায়ন করিল ; আর সদাপ্রভু সমুদ্রের মধ্যে মিস্রীয়দিগকে ঠেলিয়া দিলেন। জল ফিরিয়া আসিল, ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফরৌণের যে সৈন্য যাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না।...

এইরূপে সেই দিন সদাপ্রভু মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিলেন, ও ইস্রায়েল মিস্রীয়দিগকে সমুদ্রের ধারে মৃত দেখিল। আর ইস্রায়েল মিস্রীয়দের প্রতি কৃত সদাপ্রভুর মহৎ কর্ম্ম দেখিল।.....

৪০ বৎসর ধরে দশ লক্ষ লোককে তিনি আহার দিয়েছিলেন।

যাত্রাপুস্তক ১৬ : ১২-১৫ ও ৩৫

……সায়ংকালে তোমরা মাংস ভোজন করিবে। ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবে ; তখন জানিতে পারিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চারিদিকে শিশির পড়িল। পরে পতিত শিশির উর্দ্ধগত হইলে, দেখ, ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ প্রান্তরের উপরে পড়িয়া রহিল। আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল সন্তানগণ পরস্পর কহিল উহা কি ? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না। তখন মোশি কহিলেন, উহা সেই অন্ন……ইস্রায়েল-সন্তানেরা চল্লিশ বৎসর, যাবৎ নিবাশ-দেশে উপস্থিত না হইল, তাবৎ সেই মান্না ভোজন করিল ;……

দশ লক্ষ লোককে তিনি পানের জন্য জল দিয়েছিলেন।

দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের উপরে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইব ; তুমি শৈলে আঘাত করিবে, তাহাতে তাহা হইতে জল নির্গত হইবে, আর লোকেরা পান করিবে।

ক্ষরস্রোতা নদীকে বেঁধেছিলেন।

যিহোশূয়ের পুস্তক ৩ : ১৭

আর যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোক নিঃশেষে যর্দ্দন পার না হইল, সেই পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহক যাজকগণ যর্দ্দন মধ্যে শুষ্কভূমিতে দাঁড়াইয়া থাকিল……

ঈশ্বর সত্যই মহান উদ্ধারকর্ত্তা

দানিয়েল ৩ : ২১, ২২ ও ২৭

তখন ঐ পুরুষেরা আপন আপন জামা, আঙরাখা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বস্ত্রশুদ্ধ বদ্ধ হইলেন, এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আর রাজার আজ্ঞা প্রচণ্ড ও অগ্নিকুণ্ড অতি উত্তপ্ত ছিল, তৎপ্রযুক্ত যে পুরুষেরা শদ্রক, মৈশক ও অবেদ-নগোকে নিক্ষেপ করিল তাহারাই অগ্নিশিখায় হত হইল। পরে ক্ষিতিপাল, প্রতিনিধি, দেশাধ্যক্ষ ও রাজমন্ত্রিগণ একত্র হইয়া ঐ তিন ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, অগ্নি তাঁহাদের শরীরের উপর কিছুই শক্তি প্রকাশ করে নাই, বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, এবং তাহাদের গায়ে অগ্নির গন্ধও নাই।

দানিয়েল ৬ : ১৬ ও ২১, ২২

তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাই তাঁহারা দানিয়েলকে আনিয়া সিংহদের খাতে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, তুমি অবিরত যাঁহার সেবা করিয়া থাক, তোমার সেই ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন। তখন দানিয়েল রাজাকে কহিলেন, হে রাজন, চিরজীবী হউন। আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগনের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা আমার হিংসা করে নাই; কেননা তাঁহার সাক্ষাতে আমার নির্দ্দোষতা লক্ষিত হইল; এবং হে রাজন, আপনার সাক্ষাতেও আমি কোন অপরাধ করি নাই।

যিরমিয় ২৩ : ২৯

সদাপ্রভু কহেন, আমার বাক্য কি অগ্নির তুল্য নয়? তাহা কি হাতুড়ির তুল্য নয়, যাহা পাষাণ খণ্ড বিখণ্ড করে?

ইব্রীয় ৪ : ১২

কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক।

ইফিষীয় ৬ : ১

এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর।

গীতসংহিতা ১১৯ : ৯

যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইয়াই করিবে।

যোহন ১৫ : ৩

আমি তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত তোমরা পরিষ্কৃত আছ।

যোহন ১৭ : ১৭

তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।

ফিলিপীয় ২ : ১৬

জীবনের বাক্য ধরিয়া রহিয়াছ……

যোহন ৮ : ৩১

অতএব যে যিহূদীয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য।

যীশু খ্রীষ্ট মানব দেহে ঈশ্বর

কলসীয় ২ : ৯

কেননা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে।

মথি ১ : ২৩-২৫

"দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে, এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানূয়েল," অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, 'আমাদের সহিত ঈশ্বর'। পরে যোষেফ..... আর যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত যোষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না, আর তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখিলেন।

যোহন ৫ : ১৭, ১৮

কিন্তু যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন, আমিও করিতেছি। এই কারণ যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা পাইল; কেননা তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন তাহা নয়, কিন্তু আবার ঈশ্বরকে নিজ পিতা বলিতেন, আপনাকে ঈশ্বরের সমান করিতেন।

রোমীয় ১ : ৪

যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

খ্রীষ্টের রক্তই ঈশ্বরের রক্ত

প্রেরিত ২০ : ২৮

তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান, এবং পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান হও, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন।

প্রকাশিত বাক্য ১ : ৫ ও ৮

এবং যিনি·····আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতেছেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

কলসীয় ১ : ১৩-১৬

তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ণ করিয়াছেন; ইহাতেই আমরা মুক্তি, পাপের মোচন, প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলেই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে।

১ তীমথিয় ৬ : ১৪-১৬

তুমি ধর্ম্মবিধি নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ; প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেই প্রকাশপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, যাহা সেই পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু, উপযুক্ত সময়-সমূহে প্রদর্শন করিবেন; যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী,·····তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হউক। আমেন।

খ্রীষ্ট তাঁর পিতার মতোই মহান

যোহন ১২ : ৪৫

এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁহাকেই দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

ইব্রীয় ১ : ৩

ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণ-কর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া উর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

ইফিষীয় ১ : ১৯-২২

এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি? ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের অনুযায়ী, যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, সমস্ত আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুত্বের উপরে, এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন……

যোহন ১০ : ৩০ ও ৩৮

আমি ও পিতা, আমরা এক। ……কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করিলেও, সেই কার্য্যে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানিতে পার ও বুঝিতে পার যে পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি।

যোহন ৫ : ২৭

আর তিনি তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র।

ঐশ্বরিক সত্বায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান

১ যোহন ৫ : ৭

আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য।

প্রেরিত ৫ : ৩-৫

তখন পিতর কহিলেন, অননিয়, শয়তান কেন তোমার হৃদয় এমন পূর্ণ করিয়াছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলিলে এবং ভূমির মূল্য হইতে কতকটা রাখিয়া দিলে? সেই ভূমি থাকিতে কি তোমারই ছিল না? এবং বিক্রীত হইলে পর কি উহা তোমার নিজ অধিকারে ছিল না? তবে এমন বিষয় তোমার হৃদয়ে কেন ধারণ করিলে? তুমি মনুষ্যদের কাছে মিথ্যা কথা কহিলে, এমন নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কহিলে। এই সকল কথা শুনিবামাত্র অননিয় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; আর যাহারা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।

তিনি খ্রীষ্টানুসারীদের জীবন ভরপুর করেন ও সাহস দেন

প্রেরিত ৪ : ৩১

তাঁহারা প্রার্থনা করিলে, যে স্থানে তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল; এবং তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন ও সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া থাকিলেন।

ঐশ্বরিক প্রেমকে তিনি সক্রিয় করেন

রোমীয় ৫ : ৫

আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের ক্ষমতা

ইব্রীয় ৭ : ২৫

এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

যিহূদা ২৪

আর যিনি তোমাদিগকে উছোট খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে, এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন।

২ তীমথিয় ১ : ১২

…কেননা যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে জানি এবং দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি যে, আমি তাঁহার কাছে যাহা গচ্ছিত রাখিয়াছি, তিনি সেই দিনের জন্য তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ।

২ করিন্থীয় ৯ : ৮

আর ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্য থাকায় তোমরা সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়।

লূক ৩ : ৮

…ঈশ্বর এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন।

রোমীয় ৪ : ১৬ ও ২০, ২১

এই জন্য উহা বিশ্বাস……তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।

ফিলিপীয় ৩ : ২১

…তিনি সকলই আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহারই গুণে করিবেন।

দানিয়েল ৪ : ৩৭

এখন আমি নবূখদ্‌নিৎসর সেই স্বর্গরাজের প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ও সমাদর করিতেছি; কেননা তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া সত্য ও তাঁহার পথ সকল ন্যায্য; আর যাহারা স্বগর্বে চলে, তিনি তাহাদিগকে খর্ব করিতে পারেন।

দানিয়েল ৩ : ১৭ ও ২৬, ২৭

যদি হয়, আমরা যাঁহারা সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন, আর, হে রাজন্‌, তিনি আপনার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; তখন নবূখদনিৎসর সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দুয়ারের কাছে গিয়া কহিলেন, হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগো, বাহির হইয়া আইস…এবং… অগ্নি তাঁহাদের শরীরের উপর কিছুই শক্তি প্রকাশ করে নাই, তাঁহাদের মস্তকের কেশও দগ্ধ হয় নাই…এবং তাহাদের গায়ে অগ্নির গন্ধও নাই।

ইব্রীয় ২ : ১৮

কেননা তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের সাহায্য করিতে পারেন।

মৃত্যুর ওপর ক্ষমতা

ইব্রীয় ১১ : ১৯

তিনি মনে স্থির করিয়াছিলেন, ঈশ্বর মৃতগণের মধ্যে হইতেও উত্থাপন করিতে সমর্থ……

ঈশ্বরের ক্ষমতা

২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৫

আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সে সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান্ করিতে পারে।

রোমীয় ১৪ ঃ ৪

তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? নিজ প্রভুরই নিকটে হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরং তাহাকে স্থির রাখা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন।

ইফিষীয় ৩ ঃ ২০, ২১

পরন্তু, যে শক্তি আমাদিগেতে কার্য্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞা ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন, মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্যায়ের যুগে যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক।

প্রেরিত ২০ ঃ ৩২

আর এমন প্রভুর নিকটে ও তাঁহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তিনি তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াধিকার দিতে সমর্থ।

রোমীয় ১১ ঃ ১ ও ২৩

তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি আপন প্রজাবৃন্দকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক; আমিও ত একজন ইস্রায়েলীয়, অব্রাহামের বংশজাত, বিন্যামীনের গোত্রজ·····আবার উহারা যদি আপনাদের অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহাদিগকেও লাগান যাইবে, কারণ ঈশ্বর উহাদিগকে আবার লাগাইতে সমর্থ আছেন।

গীতসংহিতা ১৩০ : ৩, ৪

হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে, হে প্রভু, কে দাঁড়াইতে পারিবে? কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে, যেন লোকে তোমাকে ভয় করে।

২ বংশাবলি ৭ : ১৪

আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।

মার্ক ২ : ৯-১২

কোন্‌টা সহজ, পক্ষাঘাতীকে 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্য-পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এইজন্য— তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন—তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। তাহাতে সে উঠিল, ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলিয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল; ইহাতে সকলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আর এই বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।

লূক ১২ : ১০

আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাইবে না।

খ্রীষ্টের ক্ষমতা আত্মার শান্তি দিতে

২ করিন্থীয় ৫ : ১৭

ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল ; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

যোহন ১১ : ২৬

আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না ; ইহা কি বিশ্বাস কর ?

ইব্রীয় ৫ : ৯

এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন।

রোমীয় ৫ : ২১

যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করিয়াছিল, তেমনি আবার অনুগ্রহ ধার্ম্মিকতা দ্বারা, অনন্ত জীবনের নিমিত্ত, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, রাজত্ব করে।

২ তীমথিয় ১ : ১০

এবং এখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর প্রকাশ প্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন।

২ করিন্থীয় ৪ : ১১

কেননা আমরা জীবিত হইয়াও যীশুর জন্য সর্ব্বদাই মৃত্যু-মুখে সমর্পিত হইতেছি, যেন আমাদের মর্ত্ত্য মাংসে যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়।

যোহন ১০ : ১০

চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।

লূক ৫ : ১৭

আর এক দিবস তিনি উপদেশ দিতেছিলেন, এবং ফরীশীরা ও ব্যবস্থার গুরুরা নিকটে বসিয়াছিল; তাহারা গালীল ও যিহূদিয়ার সমস্ত গ্রাম এবং যিরূশালেম হইতে আসিয়াছিল; আর প্রভুর শক্তি উপস্থিত ছিল, যেন তিনি সুস্থ করেন।

লূক ৮ : ৪৩, ৪৪

আর, একটী স্ত্রীলোক, যে বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, যে চিকিৎসকদের পিছনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, সে পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের খোপ স্পর্শ করিল; আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইল।

মার্ক ৬ : ৫৬

আর গ্রামে, কি নগরে, কি পল্লীতে, যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করিলেন, সেই স্থানে তাহারা পীড়িতদিগকে বাজারে বসাইল; এবং তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের খোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়, আর যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল।

মথি ৮ : ১৬, ১৭

আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন; যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় "তিনি আপনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন করিলেন"।

খ্রীষ্টের ক্ষমতা সব রকম রোগ ব্যাধি ভাল করতে

মথি ৮ : ৩

তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা তুমি শুচীকৃত হও; আর তখনই সে কুষ্ঠ হইতে শুচীকৃত হইল।

লূক ১৩ : ১৩

পরে তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন; তাহাতে সে তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আর ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।

লূক ৭ : ২১

সেই দণ্ডে তিনি অনেক লোককে রোগ, ব্যাধি ও দুষ্ট আত্মা হইতে সুস্থ করিলেন এবং অনেক অন্ধকে চক্ষু দিলেন।

লূক ১৭ : ১২ ও ১৪

তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার সম্মুখে পড়িল, তাহারা দূরে দাঁড়াইল.....তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, যাও, যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও। যাইতে যাইতে তাহারা শুচীকৃত হইল।

মথি ৮ : ১৪, ১৫

আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শাশুড়ী শয্যাগত, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। পরে তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলেন, আর জ্বর ছাড়িয়া গেল; তখন তিনি উঠিয়া যীশুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

লূক ২২ : ৫০, ৫১

আর তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যীশু.....তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন।

মথি ৯ : ২৮-৩০

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর সেই অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আসিল ; তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি ইহা করিতে পারি ? তাহারা তাঁহাকে বলিল, হ্যাঁ, প্রভু। তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হউক। তখন তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল।.....

মথি ১২ : ১৩

তখন তিনি সেই লোকটিকে কহিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও ; তাহাতে সে বাড়াইয়া দিল, আর তাহা অন্যটির ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল।

মথি ৮ : ৫-৭ ও ১৩

আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে এক জন শতপতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে···পরে যীশু সেই শতপতিকে কহিলেন চলিয়া যাও, যেমন বিশ্বাস করিলে, তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর সেই দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।

যোহন ৫ : ৫ ও ৮, ৯

আর সেখানে একটি লোক ছিল, সে আটত্রিশ বৎসরের রোগী।.....যীশু তাহাকে কহিলেন, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি সুস্থ হইল এবং আপনার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

২২ এমন কোন রোগ নেই যা খ্রীষ্ট ভাল করতে পারেন না

যাকোব ৫ : ১৪, ১৫

তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্থ? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক;..... তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন··

মথি ৪ : ২৩

পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন;.....এবং লোকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া ভাল করিলেন।

লূক ৬ : ১৭-১৯

.....তাহারা তাঁহার বাক্য শুনিবার ও আপন আপন রোগ হইতে সুস্থ হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল, এবং যাহারা অশুচি আত্মা দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিল, তাহারা সুস্থ হইল। আর,.....সকলকে সুস্থ করিতেছিল।

মথি ১৪ : ৩৬

আর তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়; আর যত লোক স্পর্শ করিল সকলে সুস্থ হইল।

মথি ১৫ : ৩০

আর বিস্তর লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল, তাঁহারা আপনাদের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলা এবং.....আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।

মথি ১৯ : ২

আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, এবং তিনি সেখানে লোকদিগকে সুস্থ করিলেন।

মথি ১৭ : ৮

পরে যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল, আর বালকটি সেই দণ্ড অবধি সুস্থ হইল।

লূক ৪ : ৪১

আর অনেক লোক হইতে ভূতও বাহির হইল, তাহারা চিৎকার করিয়া কহিল, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ধমক্ দিয়া কথা কহিতে দিলেন না, কারণ তাহারা জানিত যে তিনিই সেই খ্রীষ্ট।

মথি ৮ : ২৮-৩২

পরে তিনি পরপারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্থ লোক কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় দুর্দ্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। আর দেখ, তাহারা চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদিগকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন? তখন তাহাদের হইতে কিছু দূরে বৃহৎ এক শূকর-পাল চরিতেছিল। তাহাতে ভূতেরা বিনতি করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ শূকর-পালে পাঠাইয়া দিউন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, চলিয়া হাও।

মথি ১২ : ২২

তখন একজন ভূতগ্রস্ত তাঁহার নিকটে আনীত হইল, সে অন্ধ ও গোঁগা; আর তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন, তাহাতে সেই গোঁগা কথা কহিতে ও দেখিতে লাগিল।

জলের উপর হাটতে

মথি ১৪ : ২৫

পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকট আসিলেন।

বৃষ্টি বন্ধ করতে

প্রকাশিত বাক্য ১১ : ৬

আকাশ রুদ্ধ করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে, যেন তাঁহাদের ভাববাণী কথনের সমস্ত দিন বৃষ্টি না হয়; এবং জল রক্ত করিবার জন্য জলের উপরে ক্ষমতা.....

ঝড় ও উত্তাল সাগরকে শান্ত করতে

মথি ৮ : ২৮

তখন তাঁহারা তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে প্রভু, রক্ষা করুন, আমরা মারা পড়িলাম।

দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে

যোহন ২০ : ২৬

আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহ-মধ্যে ছিলেন, এবং থোমা তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন তোমাদের শান্তি হউক।

পৃথিবীর সব কিছু ধারণ করতে

কলসীয় ১ : ১৬, ১৭

.....সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।

যোহন ৫ : ২৫

সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে।

যোহন ৬ : ৪০

কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায় ; আর আমিই তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।

যোহন ৫ : ২৮, ২৯

ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও না ; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে.....

প্রেরিত ২৪ : ১৫

আর ইহারাও যেমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি ঈশ্বরে এই প্রত্যাশা করিতেছি যে, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয় প্রকার লোকের পুনরুত্থান হইবে

২ করিন্থীয় ৪ : ১৪

কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উঠাইয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমাদিগকেও উঠাইবেন, এবং তোমাদের সহিত উপস্থিত করিবেন।

১ থিষলনীকীয় ৪ : ১৬

কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।

খ্রীষ্টের শক্তি অসীম

মথি ২৮ : ১৮

তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।

রোমীয় ১ : ২০

ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই।

ল

১ পিতর ৩ : ২২

তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন; দূতগণ ও কর্ত্তৃত্ব সকল ও পরাক্রম সমূহ তাঁহার বশীকৃত হইয়াছে।

যোহন ৩ : ৩১

যিনি উপর হইতে আইসেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান; যে পৃথিবী হইতে, যে পার্থিব, এবং পৃথিবীরই কথা কহে; যিনি স্বর্গ হইতে আইসেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান।

প্রকাশিত বাক্য ৩ : ৭

যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, যিনি "দায়ূদের চাবি ধারণ করেন, যিনি খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে না, ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলে না"।

২ পিতর ১ : ৩

কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদ্‌গুণে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় অনন্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে।

সব কিছু জানতে

মথি ১৭ : ২৭

……তুমি সমুদ্রে গিয়া বড়শী ফেল, তাহাতে প্রথমে যে মাছটি উঠিবে, সেইটী ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে একটী টাকা পাইবে; সেইটী লইয়া আমার এবং তোমার নিমিত্ত উহাদিগকে দেও।

যোহন ২ : ২৫

এবং কেহ যে মনুষ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, ইহাতে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না; কেননা মনুষ্যের অন্তরে কি আছে, তাহা তিনি আপনি জানিতেন।

রোমীয় ২ : ১৬

যে দিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করিবেন।

অলৌকিকভাবে ৫০০০ লোককে আহার দিতে

মথি ১৪ : ১৭-২১

তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানি রুটি ও দুইটী মাছ ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি কহিলেন, সেগুলি এখানে আমার কাছে আন। ……আর সেই পাঁচখানি রুটি ও দুইটী মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং রুটী কয়খানি ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে দিলেন। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া পূর্ণ বারো ডালা তুলিয়া লইলেন। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।

খ্রীষ্টের ক্ষমতা মৃতকে জীবন দিতে

লূক ৭ ঃ ১৪, ১৫

পরে নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন ; আর বাহকেরা দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, হে যুবক, তোমাকে বলিতেছি উঠ। তাহাতে সেই মরা মানুষটি উঠিয়া বসিল, এবং কথা কহিতে লাগিল ; পরে তিনি তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

যোহন ১১ ঃ ২৩-২৫ ও ৪৩, ৪৪

যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার ভাই আবার উঠিবে। মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে উঠিবে। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে……ইহা বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন ; তাঁহার চরণ ও হস্ত কবর-বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দাও, ও যাইতে দেও।

লূক ৮ ঃ ৪৯ ও ৫৪, ৫৫

তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সমাজাধ্যক্ষের বাটী হইতে একজন আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর কষ্ট দিবেন না।……কিন্তু তিনি তাহার হাত ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন, বালিকে, উঠ। তাহাতে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিল, ও সে তৎক্ষণাৎ উঠিল……

রোমীয় ৬ : ৯

কারণ আমরা জানি, মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠিয়াছেন বলিয়া খ্রীষ্ট আর কখনও মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব নাই।

রোমীয় ৮ : ১১

আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন।

প্রকাশিত বাক্য ১ : ১৮

আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত……

গীতসংহিতা ৬৬ : ১-৪

সমস্ত! পৃথিবী ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দধ্বনি কর। তাঁহার নামের গৌরব কীর্ত্তন কর, তাঁহার প্রশংসা গৌরবান্বিত কর। ঈশ্বরকে বল, তোমার কর্ম সকল কি ভয়াবহ! তোমার পরাক্রমের মহত্বে তোমার শত্রুগণ তোমার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবে। সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে, ও তোমার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত করিবে; তাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে।

তাঁর রাজ্যের পরাক্রম

১ করিন্থীয় ৪ : ২০

কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে।

প্রকাশিত বাক্য ১৭ : ১৪

তাহারা মেষশাবকের সহিত যুদ্ধ করিবে, আর মেষশাবক তাহাদিগকে জয় করিবেন, কারণ "তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা";…

সমস্ত প্রাণের ওপর তাঁর ক্ষমতা

যোহন ১৭ : ২

যেমন তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, যেন, তুমি যে সমস্ত তাঁহাকে দিয়াছ, তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দেন।

তাঁর মৃত্যুতে ভূমিকম্প হয়েছিল

মথি ২৭ : ৫০ ও ৫১

পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন। আর দেখ……ভূমিকম্প হইল……

নিজেকে পূনর্জীবিত করতে

যোহন ১০ : ১৭, ১৮

পিতা আমাকে এই জন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি। তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে; এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি।

স্বর্গীয় মহিমা বিকীর্ণ করতে

মথি ১৭ : ২

পরে তিনি তাঁহাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন; তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, এবং তাঁহার বস্ত্র দীপ্তির ন্যায় শুভ্র হইল।

পরাক্রম ও স্বমহিমায় মণ্ডিত হয়ে ফিরে আসতে

মথি ২৬ : ৬৪

যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে।

পাপ ক্ষমা করতে

মথি ৯ ঃ ৬

কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন —উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও।

শাশ্বত জীবন দিতে

যোহন ১০ ঃ ২৭, ২৮

আমার মেষেরা আমার রব শুনে, আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্‌গমন করে; আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই……

যে কোন লোককে মুক্তি দিতে

লূক ২৪ : ৪৭

আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মন-পরিবর্ত্তনের কথা সর্ব্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে—যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে।

আত্মা শুচি করতে

১ পিতর ১ ঃ ২

……যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমীপে।

জীবন জয়ী হতে

২ তীমথিয় ৪ ঃ ১৮

প্রভু আমাকে সমুদয় মন্দ কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবেন ও আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন।

বিশ্বাসে স্থির রাখতে

১ করিন্থীয় ২ ঃ ৫

যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়।

ফিলিপীয় ২ : ৯, ১০

এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত পাতালনিবাসীদের সমুদয় জানু পতিত হয়……

যোহন ২০ : ৩১

কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।

মার্ক ৯ : ৩৮, ৩৯

……হে গুরু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম, কারণ সে আমাদের পশ্চাদ্গামণ করেনা।

কিন্তু যীশু কহিলেন, তাহাকে বারণ করিও না, কারণ এমন কেহ নাই, যে আমার নামে পরাক্রম-কার্য্য করিয়া সহজে আমার নিন্দা করিতে পারে।

যোহন ১৪ : ১৩

আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব……

প্রেরিত ৩ : ৬, ৭

কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি ; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও। পরে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন ; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ও গুল্ফ সবল হইল।

ইফিষীয় ১ ঃ ৭

যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি ; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে।

লূক ২২ ঃ ২০

.....এই পান পাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম, যে রক্ত তোমাদের নিমিত্ত পাতিত হয়।

প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১১

আর মেষ শাবকের রক্তপ্রযুক্ত, এবং আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত.....

ইব্রীয় ১৩ ঃ ২০, ২১

আর শান্তির ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালস্থায়ী নিয়মের রক্ত প্রযুক্ত সেই মহান্ পাল-রক্ষককে আমাদের প্রভু যীশুকে, মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, তিনি আপন ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদিগকে সমস্ত উত্তম বিষয়ে পরিপক্ক করুন, আপনার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতি-জনক তাহা আমাদের অন্তরে, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, সম্পন্ন করুন ; যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।

প্রকাশিত বাক্য ৭ ঃ ১৪

.....ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষ-শাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, ও শুক্লবর্ণ করিয়াছে।

১ যোহন ১ ঃ ৭

কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।

প্রকাশিত বাক্য ৫ : ১২

'মেষশাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য'।

গীতসংহিতা ১০২ : ১৫ ও ১৮

ইহাতে জাতিগণ সদাপ্রভুর নাম ভয় করিবে, পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার প্রতাপে ভীত হইবে। .....এবং যে জাতি সৃষ্ট হইবে, তাহারা সদাপ্রভুর প্রশংসা করিবে।

১ পিতর ২ : ৯

কিন্তু তোমরা "মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁহারই গুণকীর্ত্তণ কর", যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন।

গীতসংহিতা ৯ : ১১

তোমরা সিয়োন-নিবাসী সদাপ্রভুর প্রশংসা গাও ; জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর।

গীতসংহিতা ২২ : ২৩

সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ ! তাঁহার প্রশংসা কর...

গীতসংহিতা ৬৭ : ৫-৭

হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক, সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক। পৃথিবী নিজ ফল দিয়াছে ; ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আর পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত তাঁহাকে ভয় করিবে।

মথি ১৯ : ১৬, ১৭-২১

……হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম্ম করিব? তিনি তাহাকে কহিলেন……কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর। সে কহিল, কোন্ কোন্ আজ্ঞা? যীশু বলিলেন, এই এই, "নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা ও মাতাকে সমাদর করিও এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও"। সেই যুবক তাঁহাকে কহিল, আমি এ সকলই পালন করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা আছে বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও।

পাপের রাস্তা ছাড়, বিশ্বাস কর,
খ্রীষ্টকে গ্রহণ কর।

মার্ক ১ : ১৪, ১৫

……যীশু গালীলে আসিয়া……বলিতে লাগিলেন, 'কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর'।

যোহন ১ : ১০ ও ১২

তিনি জগতে ছিলেন, এবং জগৎ তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, আর জগৎ তাঁহাকে চিনিল না… কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল…… তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

খ্রীষ্টই পথ, সত্য ও জীবন

যোহন ১ : ১৭

কারণ ব্যবস্থা মোশি দ্বারা দত্ত হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে।

যোহন ১৪ : ৬

যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।

১ যোহন ২ : ২২

যীশুই খ্রীষ্ট, ইহা যে অস্বীকার করে, সে বই আর মিথ্যাবাদী কে? সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টারি, যে পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে।

মথি ৭ : ১৩, ১৪

সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে; কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।

যোহন ১ : ৪

তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল।

যোহন ৫ : ২৬

কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন।

যোহন ৬ : ৫১

আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে .....

ইব্রীয় ৯ : ২৪-২৮

কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নাই·····কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন, যেন তিনি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান হন। আর মহাযাজক যেমন বৎসর বৎসর পরের রক্ত লইয়া পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ খ্রীষ্ট যে অনেকবার আপনাকে উৎসর্গ করিবেন, তাহাও নয় ; কেননা তাহা হইলে জগতের পত্তনাবধি অনেক বার তাঁহাকে মৃত্যু ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি একবার, যুগপর্য্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হইয়াছেন। আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও 'অনেকের পাপভার তুলিয়া লইবার' নিমিত্ত একবার উৎসৃষ্ট হইয়াছেন; তিনি দ্বিতীয় বার. বিনাপাপে, তাহাদিগকে দর্শন দিবেন, যাহারা পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহার অপেক্ষা করে।

স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর ক্ষমতা।

প্রেরিত ৪ : ১২

আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।

নরকে নিক্ষেপ করার জন্য তাঁর শক্তি।

মথি ১০ : ২৮

আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না ; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন; বরং তাঁহাকেই ভয় কর।

চরম অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে খ্রীষ্টের শক্তি

১ তীমথিয় ১ : ১৫

এই কথা বিশ্বাসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণের যোগ্য যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন ; তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য।

রোমীয় ১ : ১৬

কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি ; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি……

যোহন ৪ : ১৪

কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান করে, তাহার পিপাসা আর কখনও হইবে না ; বরং আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে।

রোমীয় ৩ : ২৪, ২৫

উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্ম্মিক গণিত হয়। তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ; যেন তিনি আপন ধার্ম্মিকতা দেখান-কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্ব্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল।

২ পিতর ১ : ১০

অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে আহূত ও মনোনীত, তাহা নিশ্চয় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা এ সকল করিলে তোমরা কখনও উছোট খাইবে না।

লূক ১০ : ১৯

দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি।……

এর জন্য ঈশ্বরকে কি চরম মূল্য দিতে হোল !

যোহন ৩ : ১৬

কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ঈশ্বরের অনুগ্রহই মানুষকে মুক্তি দান করে। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সকলের জন্য প্রাণ দান করেছেন।

লূক ২৩ : ৩৪ ও ৪৬

তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না·····যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পন করি ; আর এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

যে চায় সে বিনামূল্যে পায়

প্রকাশিত বাক্য ২২ : ১৭

আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস। যে শুনে, সেও বলুক, আইস। আর যে পিপাসিত, সে আইসুক ; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক। পিতা ঈশ্বর যেমন তাঁর পুত্রকে ভালবাসেন তেমনি তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে অনুরূপভাবে ভালবাসেন—কি মহান প্রেম !

যোহন ১৭ : ২৩

আমি তাহাদিগেতে ও তুমি আমাতে, যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয় ; যেন জগৎ জানিতে পায় যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তেমনি তাহাদিগকেও প্রেম করিয়াছ।

৪০ এখুনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিজেকে সঁপে দিন

পাপ স্বীকার করে পাপের রাস্তা ছাড়ুন

১ যোহন ১ ঃ ৯

যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।...

প্রেরিত ৩ ঃ ১৯

অতএব তোমরা মন ফিরাও ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।

ঈশ্বরের পুত্রের ওপর বিশ্বাস করুন

১ যোহন ৫ ঃ ১১, ১২

আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে। পুত্রকে যে পাইয়াছে সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই।

যোহন ৩ ঃ ৩৬

যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে।

রোমীয় ৬ ঃ ১৬

তোমরা কি জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতাজনক আজ্ঞা পালনের দাস?

রোমীয় ৬ ঃ ১৩

আর আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর,...

ভয়ের পরিবর্তে ভালবাসা

২ তীমথিয় ১ : ৭

কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন।

১ যোহন ৪ : ১৮

প্রেমে ভয় নাই, বরং সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়, কেননা ভয় দণ্ডযুক্ত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ হয় নাই।

ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসা

১ যোহন ৪ : ২০, ২১

যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করি, সে মিথ্যাবাদী; কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে নাই, সেই ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে না। আর আমরা তাঁহা হইতে এই আজ্ঞা পাইয়াছি যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক।

গালাতীয় ৫ : ২২, ২৩

কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘ-সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই।

সন্দেহের পরিবর্তে বিশ্বাস

রোমীয় ৮ : ৩৫ ও ৩৭

খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক্ করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি খড়্গ?……কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই।

যত্ন নেন একাকী মনে হয় না

ইব্রীয় ১৩ : ৫

তোমাদের আচার ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক ; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক ; কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোনক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না"।

নির্যাতনের পরিবর্তে শান্তি

যোহন ১৪ : ২৭

শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি ; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেরূপ দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ভীতও না হউক।

রোমীয় ৮ : ৬

কারণ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি।

রোমীয় ৫ : ১

অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্ম্মিক গনিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি।

বাস্তব ধন, লোভের স্থান নাই

লূক ১২ : ১৫

পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সাবধান, সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না।

যাকোব ২ : ৫

হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাহাদিগকে মনোনীত করেন নাই, যেন তাহারা বিশ্বাসে ধনবান্ হয়, এবং যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী হয় ?

নিশ্চিতি, অনিশ্চয়তা নয়

১ যোহন ৫ ঃ ১৩

তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ।

নোংরামির পরিবর্তে পবিত্রতা

১ পিতর ১ ঃ ২২

তোমরা সত্যের আজ্ঞাবহতায় অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণকে বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর।

১ তীমথিয় ১ ঃ ৫

কিন্তু সেই আদেশের পরিণাম প্রেম, যাহা শুচি হৃদয়, সৎসংবেদ ও অকল্পিত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন।

দুঃখের পরিবর্তে ঐশ্বরিক আনন্দ

রোমীয় ১৫ ঃ ১৩

প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুক……

যোহন ১৫ ঃ ১১

এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদিগেতে থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

যোহন ১৬ ঃ ২২

ভাল, তোমরাও এখন দুঃখ পাইতেছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব তাহাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহ তোমাদের হইতে হরণ করে না।

দুর্বলতার পরিবর্তে বল-শক্তি

ইফিষীয় ৬ : ১০

শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান্ হও।

নিরাশার পরিবর্তে আশা

তীত ২ : ১৩

এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য এবং মহান্ ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি।

ইব্রীয় ৬ : ১৮, ১৯

যে ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন অপরিবর্ত্তনীয় দুই ব্যাপার দ্বারা আমরা—যাহারা সম্মুখস্থ প্রত্যাশা ধরিবার জন্য শরণার্থে পলায়ন করিয়াছি—যেন দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই। আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে। তাহা প্রাণের লঙ্গরস্বরূপ, অটল ও দৃঢ়, এবং তিরস্করিণীর ভিতরে যায়।

প্রতারণার পরিবর্তে সততা

১ পিতর ২ : ১২

আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করিবে।

মিথ্যার পরিবর্তে সত্য

যোহন ৮ : ৩২

আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।

পরাজয়ের পরিবর্তে জয়লাভ

১ যোহন ৫ : ৪

কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে; এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস।

প্রকাশিত বাক্য ১৫ : ২

আর আমি দেখিলাম……সেই পশু ও তাহার প্রতিমা ও তাহার নামের সংখ্যার উপরে বিজয়ী হইয়াছে, তাহারা ঐ কাচময় সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের হস্তে ঈশ্বরের বাণী।

শৈশব অবস্থার পরিবর্তে বৃদ্ধিলাভ

ইব্রীয় ৬ : ১

অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্ট-বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনর্ব্বার এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, যথা মৃত ক্রিয়া হইতে মনপরিবর্ত্তন, ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস।

১ পিতর ২ : ২

নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পাও।

ইফিষীয় ৪ : ১৫

কিন্তু প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট।

খ্রীষ্টের স্বরূপে গড়ে তোলেন

১ যোহন ২ : ৬

যে বলে, আমি তাঁহাতে থাকি, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ চলিতেন, সেও তদ্রূপ চলে।

৪৬ প্রকৃত খ্রীষ্টানুসারীর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি বিরাজ করে

অন্তর স্বত্বায় শক্তিলাভ

ইফিষীয় ৩ : ১৬

যেন তিনি আপনার প্রতাপধন অনুসারে তোমাদিগকে এই রব দেন, যাহাতে তোমরা তাহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও।

ফিলিপীয় ৪ : ১৩

যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।

জাগতিক জ্ঞানে নির্ভর করেন না

১ করিন্থীয় ২ : ৪

আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল।

সাক্ষ্য দেবার শক্তি

প্রেরিত ১ : ৮

কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে……এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।

প্রেরিত ৫ : ৩২

এই সকল বিষয়ের আমরা সাক্ষী, এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদিগকে দিয়াছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সাক্ষী।

প্রেরিত ৪ : ৩৩

আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, এবং তাহাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল।

যোহন ১৭ : ১৫

আমি নিবেদন করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর।

ফিলিপীয় ৪ : ৭

তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।

লূক ১০ : ১৮, ১৯

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে পতিত দেখিতেছিলাম। দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না।

প্রকাশিত বাক্য ৩ : ১০

তুমি আমার ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবী নিবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য সমস্ত জগতে উপস্থিত হইবে।

প্রকাশিত ২ : ২৬

আর যে জয় করে, ও শেষ পর্য্যন্ত আমার আদিষ্ট কার্য্য সকল পালন করে, তাহাকে আমি আপনি পিতা হইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ "জাতিগণের উপরে দিব"।

ইফিষীয় ৬ : ১০, ১১

...তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার।

বিশ্বাসেই যে সব আমরা নিজের করে নিতে পারি। আমাদের অসীম অনন্ত অনাদি ঈশ্বরই সে সব পূর্ণ করতে পারেন।

মথি ২১ ঃ ২২

আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সে সকলই পাইবে।

যোহন ১৫ ঃ ৭, ৮

তোমরা যদি আমাতে থাক এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।

১ যোহন ৫ ঃ ১৪, ১৫

আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিন্তু যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।

মথি ৭ ঃ ৭, ৮

যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

যোহন ১৪ ঃ ১২-১৪

সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি। সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন

করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন। যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। মার্ক ১১ : ২৪

গীতসংহিতা ৩৭ : ৪, ৫

আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সকল পূর্ণ করিবেন। তোমার গতি সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, তাঁহাতে নির্ভর কর, তিনিই কার্য্য সাধন করিবেন।

লূক ১৭ : ৬

প্রভু কহিলেন, একটি সরিষাদানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকে, তবে 'তুমি সমূলে উপড়িয়া গিয়া সমুদ্রে রোপিত হও' এই কথা সুকামিন গাছটিকে বলিলে এ তোমাদের কথা মানিবে।

ফিলিপীয় ৪ : ১৯

আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।

১ যোহন ৩ : ২১, ২২

প্রিয়তমেরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়; এবং যে কিছু যাচ্ঞা করি, তাহা তাঁহার নিকটে পাই; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা যাহা প্রীতিজনক, তাহা করি?

মার্ক ৯ : ২৩

যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন! যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য।

Read booklets online or by App
www.wmp-readonline.org

Cover photo STSci-PRC2003-11a of Helix Nebula courtesy of NASA and STSci

www.wmpress.org 5-21 709 Bengali POG